Platforms for Dialogue

ভেঙ্গে যাচ্ছে বাধ

সামাজিক সুবিচার অর্জনে গণমানুষের উদ্যোগ

BRITISH COUNCIL

Funded by the European Union

মাঠ পর্যায়ে সামাজিক জবাবদিহি নীতিমালার ব্যবহার

সাক্ষাৎকার দিতে দিতেই পরিবারের জন্য রাতের খাবার তৈরি করছে মাবিয়া

বাংলাদেশের উত্তরপ্রান্তে হরিপুর ইউনিয়নের টেংরামারা গ্রামের এক গৃহবধূ মাবিয়া। সে কথা বলছিলো জিআরএস বা অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার মাধ্যমে জমি সংক্রান্ত বিবাদে সম্প্রতি তার করা একটি অভিযোগ নিয়ে। মাবিয়া বাস করে দৃষ্টি নন্দন একটি গ্রামে। গাছ পালা আর প্রাকৃতিক আবহে যেকেউ শহরের জঞ্জাল ভুলে কিছুক্ষণ হেঁটে বুক ভরে শ্বাস নিতে পারে এখানে। ঠিক সেখানে বসেই মাবিয়া কথা বলছিলেন পিফরডি প্রকল্পের এন্ডলাইন সারভে করতে আসা কিছু তরুণ গবেষকের সাথে। সরকারি সেবা আর সামাজিক জবাবদিহি নীতিমালা সম্পর্কে মাবিয়া কতটুকু বোঝে সেটাই ছিলো আলোচনা বিষয়। পরিবারের রাতের খাবারের জন্য মাছ কাটতে কাটতে সে বলছিলো যে প্রতিবেশির সাথে মিলে কীভাবে জিআরএসের মাধ্যমে জমি সংক্রান্ত বিষয়ে একটি অভিযোগ দায়ের করেছিলো। যদিও সেটা খুব বেশি ফলপ্রসূ হয়নি। তাও সামাজিক জবাবদিহি নীতিমালার দ্বারা একেবারে নিয়ম মেনে অভিযোগ করার যে একটা জায়গা আছে সেটা জেনেই সে মুগ্ধ। এর আগে সে জানতোই না যে কার কাছে গেলে বা কীভাবে সরকারি সেবা বিষয়ে অভিযোগ করা যাবে। মাবিয়ার মতো সারাদেশে এমন অনেকেই আছে যারা জানে না কীভাবে ঝামেলা ছাড়া সরকারি সেবা পাওয়া যায়, কিন্তু শিখছে।

বেশিরভাগ মানুষই স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের কাছ থেকে সামাজিক জবাবদিহি নীতিমালা সম্পর্কে জেনেছে। গ্রামের তরুণ সম্প্রদায়ের অনেকেই ইন্টারনেটে (ফেসবুক, গুগল, ইউটিউব ইত্যাদিতে প্রচারিত বিজ্ঞাপন) থেকেও এ সম্পর্কে জেনেছে।

একইভাবে মাবিয়ার প্রতিবেশি বেগমেরও সামাজিক জবাবদিহি নীতিমালা নিয়ে অভিজ্ঞতা হয়েছে। বেগমের শাশুড়ি বয়স্ক ভাতা পেতেন। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সহায়তায় বেগম এ বিষয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়েছে। বেগমের পরিবার কিছু সরকারি সহায়তা (অর্থ) পাওয়ায় সে খুশিই ছিলো। তবে প্রায়ই যে এর ব্যত্যয় ঘটে, সেটা নিয়ে কিছুটা ক্ষোভও তার আছে। বিশেষ করে কোভিড ১৯ এর সময়গুলোতে বেগমের পরিবার কোন সরকারি অর্থ পায় নি। সরকারি সহায়তা বা অর্থ যে তার পাওয়ার কথা সেটা সে জেনেছে মিডিয়ার মাধ্যমে। সামাজিক জবাবদিহি নীতিমালা নিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে সে বলে যে এগুলো যে আছে সে জানে। কিন্তু সেটা কতটুকু তার কাজে লাগবে, সেটা নিয়ে খানিকটা সন্দিহান।

পিফরডি প্রকল্পের সর্বশেষ এন্ডলাইন সারভে অনুসারে প্রতি পাঁচটি পরিবারের মধ্যে তিনটিই সামাজিক জবাবদিহি নীতিমালা সম্পর্কে জানে। বেশিরভাগ মানুষই স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের কাছ থেকে এ সম্পর্কে শুনেছে। গ্রামের তরুণ সম্প্রদায়ের অনেকেই ইন্টারনেটে (ফেসবুক, গুগল, ইউটিউব ইত্যাদিতে প্রচারিত বিজ্ঞাপন) থেকেও এ সম্পর্কে জেনেছে। পরবর্তীতে তারা পরিবারের বয়স্ক লোক, অর্থাৎ যারা ইন্টারনেট খুব একটা ব্যবহার করে না, তাদেরকেও এ সম্পর্কে জানায়। পিফরডি প্রকল্পের জরিপকারীদের সাথে কথা বলা প্রতিটি পরিবারই সামাজিক জবাবদিহি নীতিমালার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছে এবং প্রয়োজনে ভবিষ্যতে এ নীতিমালা ব্যবহার করার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছে। মূলধারা ও সামাজিক গণমাধ্যমগুলোতে যথাযথ প্রচারণা ও স্থানীয় পর্যায়ে জনপ্রতিনিধিদের সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড সব বয়সের নাগরিককে তাদের অধিকার আর সামাজিক জবাবদিহি নিশ্চিতকরণে আরও সোচ্চার করতে পারে। এতে সরকারি সেবা, ন্যায় বিচার আর তথ্যের অবাধ প্রবাহে নিশ্চিত হবে সকলের সমান অধিকার।

মাবিয়া কিংবা বেগমের মতো আরও অনেকেই এখন সামাজিক জবাবদিহি নীতিমালা ও এগুলোর ব্যবহার সম্পর্কে জানে। অনেকেই এত কঠিন কঠিন শব্দ বুঝে উঠতে না পারলেও সহজেই বুঝিয়ে বলার ঠিকই ধরতে পারছিলো যে তাদের জীবনমান উন্নয়নে সামাজিক জবাবদিহি নীতিমালা কতোটা গুরুত্বপূর্ণ।

স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণ কীভাবে সরকারি সেবা পাওয়াকে সবার জন্য আরও সহজ করতে পারে তা নিয়ে আলোচনা করছিলো বেগম।

মাঠ পর্যায়ে সামাজিক জবাবদিহি নীতিমালার ব্যবহারঃ একজন ডিপিএফ সদস্যের অভিজ্ঞতা

রেহানা বেগম বুঝতে পারছিলেন যে তার এলাকার নারী উন্নয়নে কাজ করা সংগঠনটির বাজেট ও কার্যক্রমে কোথাও একটা ঝামেলা হচ্ছে। কাজেই সে প্রশ্ন তোলে। কিন্তু একজন সাধারণ নাগরিক হওয়ায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তাকে উলটো প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়, 'আপনি কে যে আপনার কাছে আমার জবাবদিহি করতে হবে?' কিন্তু রেহানা শুধু সন্দেহ করেই বসে থাকে নি। সে রীতিমতো তথ্য জানতে চেয়ে একটা আবেদন করে বসে ।

তথ্য অধিকার আইন ও অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা ব্যবহার করা বিষয়ে একটি গল্প বলছিলেন নাটোরের ডিপিএফ সদস্য, পারভীন আক্তার। পারভীন একই সাথে এলাকার একজন সুশীল সমাজ প্রতিনিধি হিসেবেও কাজ করছে অনেকদিন থেকে। তার এলাকায় 'বামন ডাঙা মহিলা উন্নয়ন সমিতি' নামে একটি সংগঠন নারীর ক্ষমতায়নে কাজ করে। রেহানা বেগম এলাকার একজন সাধারণ নাগরিক। সে সংগঠনটির কার্যক্রম সম্পর্কে কিছু তথ্য জানতে চায়। বিশেষ করে সরকার থেকে আসা অর্থ সাহায্য কোন খাতে ব্যয় হচ্ছে সে বিষয়ে সে প্রশ্ন করে। কিন্তু সংগঠনটির দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তাকে তথ্য দিতে অস্বীকৃতি জানায়। পরে ইউনিয়নের চেয়ারম্যান পারভীন আক্তারের কাছে আসে সাহায্যের জন্য। কারণ পারভীন তার এলাকায় নারী অধিকার নিয়ে কাজ করছে বহুদিন ধরে। কাজেই এ ধরণের সংগঠনে তার পরিচিতি একটা ভালো রকমের প্রভাব ফেলতে পারে।

পারভীন আক্তার বিষয়টি নিয়ে সংগঠনটির নারী বিষয়ক কর্মকর্তার কাছে যান। কিন্তু তাকেও তথ্য দিতে না চাইলে পারভীন দৃঢ়ভাবে বলে যে তথ্য অধিকার আইন অনুসারে অনুমোদিত যেকোন তথ্য পাওয়ার অধিকার সকলের আছে। তথ্য না পেলে নিয়ম মেনে তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে তার বিরূদ্ধে আপিল করবে। এর পরের দিনই প্রতিষ্ঠানটির দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পারভীনকে ফোন দিয়ে জানায় যে সমস্ত তথ্য তাকে দেয়া হবে। পারভীন বলছিলেন,

> “সামাজিক জবাবদিহি নীতিমালার মাধ্যমে আমরা সহজে সরকারি সেবা পেতে পারি। এতে মানুষের জীবন আরও সহজ হয়েছে। পিফরডি প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা খুব ভালোভাবে এই নীতিমালা ব্যবহারের নিয়মগুলো জেনেছি। কিন্তু রেহানা বেগমের মতো সাধারণ নাগরিকদের জন্য এই নীতিমালা ব্যবহার করা অনেক সময় কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

সে আরও বলে, ‘শুনলেনই তো, নিজের এলাকার একটা প্রতিষ্ঠান থেকে রেহানার চাওয়া তথ্য যোগাড় করতে কিন্তু আমার ব্যক্তিগত প্রভাব খাটানো লাগলো। কিন্তু বাকি সবার কী হবে? সামাজিক জবাবদিহি নীতিমালাকে আরও কার্যকর করতে সেবাদাতা ও গ্রহীতা- দুই পক্ষকেই সমান ভাবে সচেতন হতে হবে।

উপরের ছবিটি মূলত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে তৈরি করা একটি স্কেচ। ছবিতে পিফরডি প্রকল্পের এন্ডলাইন জরিপের একটি ফোকাসড গ্রুপ ডিসকাশনে অংশ নিচ্ছেন পারভীন আক্তার।

পরিবর্তনের গল্পঃ সামাজিক জবাবদিহি নীতিমালা কীভাবে জনপ্রতিনিধিদের তৃণমূল পর্যায়ে দুর্নীতি রোধে সাহায্য করছে

> ‘আমি তাকে বললাম, উঠে দাঁড়ান! আপনাকে এক মাসের জন্য বরখাস্ত করা হলো।’ বলছিলেন, কামরুন্নাহার, নাটোর পৌরসভার একজন ওয়ার্ড কাউন্সিলর। এভাবেই একজন সরকারি কর্মকর্তার দুর্নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর গল্প বলছিলো সে।

একদিন সিটি কর্পোরেশন অফিসে গেলে একজন সাধারণ নাগরিক তার কাছে চুটে আসে সাহায্যের জন্য। ‘আপা, আপনাকে ভোট দিয়েছি আমাদের অধিকার রক্ষার জন্য। কিন্তু চারপাশে দেখছি কেবল দুর্নীতি আর অব্যবস্থাপনা। বলেন তো, আমার মতো একজন গরিব মানুষের পক্ষে জন্ম সনদে নাম সংশোধনের জন্য ১২০০ টাকা ঘুষ দেয়া কি সম্ভব?’ এমন আকস্মিক প্রশ্নে কিছুটা বিহবল হয়ে কামরুন্নাহার নরম গলায় জিজ্ঞেস করলো, ‘আপনি কি সিটিজেন’স চার্টার (সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি) বোর্ডটি দেখেছেন, আপা? জন্ম সনদে নাম সংশোধনের ফি কি এইটাই লিখা?’ উত্তর আসলো, ‘না আপা। ১০০ টাকা লেখা!’

কামরুন্নাহার তখন মুখে নেকাব টেনে সাধারণ নাগরিকের ছদ্মবেশে সেই কর্মকর্তার কাছে গেলো। সে জিজ্ঞেস করলো, ‘আচ্ছা, আমার জন্ম সনদে নাম সংশোধন করা প্রয়োজন। কী করতে হবে এখন?’ যা ধারণা ছিলো সেটাই হলো। কর্মকর্তাটি তার কাছে ১২০০ টাকা ঘুষ চেয়ে বসলো। কামরুন্নাহার তখন পর্দা খুলে ওয়ার্ড কাউন্সিলরের স্বরূপ আত্মপ্রকাশ করলো। এরপর ঐ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে এক মাস সাময়িক ভাবে বরখাস্ত করার আবেদন জানালো এবং সেটি গৃহীত হলো। কামরুন্নানহার বলছিলেন,

> শাস্তি তো কেবল একটা সাময়িক প্রতিকার। দুর্নীতি প্রতিরোধে আমাদের দরকার টেকসই পদক্ষেপ। সামাজিক জবাবদিহি নীতিমালা ও নাগরিক অধিকার নিয়ে জনগণকে সচেতন করা এবং সেবাদাতাদের প্রশিক্ষণ দেয়ার মাধ্যমে এ সমস্যাগুলোর দীর্ঘস্থায়ী সমাধান করা সম্ভব’।

নাগরিকদের ঠিকভাবে সরকারি সেবা পেতে সাহায্য করছে সামাজিক জবাবদিহি নীতিমালা। মাঠ পর্যায়ে বহু সমস্যা থাকা সত্ত্বেও সামাজিক জবাবদিহি নীতিমালার মাধ্যমে কিছুটা হলেও নিশ্চিত হচ্ছে শুদ্ধতা ও সুশাসন। সুদূর প্রসারি ফল লাভের জন্য সামাজিক জবাবদিহি নীতিমালা বিষয়ক জ্ঞানের প্রসার ঘটাতে হবে সরকারি কর্মকর্তা, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, এবং জনসাধারণের মাঝে।

এই প্রকাশনাটি ইউরোপীয় ইউনিয়নের আর্থিক সহায়তায় তৈরি। প্রকাশনার বিষয়বস্তুর দায়িত্ব প্ল্যাটফর্মস ফর ডায়ালগ প্রকল্পের। এটি ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতামতকে প্রতিফলিত নাও করতে পারে।